উৎসবে ঃ
বিপদে ঃ
সম্পদে ঃ
প্রয়োজন টাকার ঃ—আপনাকে টাকা উপার্জ্জন করতে সঞ্চয় করতে ও বর্দ্ধিত করতে সাহায্য করবে
দি
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত ১৯২৮
হেড অফিস ঃ—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
বিশেষ সর্ত্তাদির জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করুন
জঙ্গীপুর শাখার
ম্যানেজিং এজেণ্ট ঃ— পি, চ্যাটার্জ্জি, বি-এল।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ— পি, কে, গুহ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৸০ টাকা। নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৶০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৭শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৫১ ইংরাজী 13th Dec. 1944 | ২৯শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু
হিলিংবাম
সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে
১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।
৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—
কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি;
লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস,
সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি এম, ইত্যাদি।
মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।
বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।
"হিলিংবাম" ব্যবহারে আরোগ্য লাভের পর শরীরে বলাধান ও পুনরায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য
স্বর্ণঘটিত সালসা স্যাঙ্গো ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য
"স্যাঙ্গো" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।
মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।
আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্!
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা

জয়যাত্রার পথে
ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।
সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা	২৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৫ " ৪২ " " "
প্রিমিয়ামের আয়	১ " ১২ " " "
মোট সংস্থান	প্রায় ৬ কোটি টাকা
দাবী শোধ (১৯০৭-৪৩)	তিন কোটি টাকার উপর

নূতন বীমা (১৯৪৩)—
৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্ঃ কলিকাতা

কর্ম্মখালি

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল রেশন অফিসের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে একজন কেরাণী আবশ্যক। দরখাস্তকারীর ইংরাজী ও বাংলা হস্তাক্ষর ভাল হওয়া বিশেষ দরকার। ম্যাট্রিক পাশ প্রার্থীর দাবী অগ্রগণ্য। আগামী ২০শে ডিসেম্বর মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত দিতে হইবে। ১০।১২।৪৪

শ্রীরোহিণীকুমার রায়

সেক্রেটারী, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল ফুড কমিটি।

নোটীশ

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে কলেরার প্রকোপহেতু আগামী জানুয়ারী মাসে গঙ্গাসাগর মেলা হইবে না। ইতি—

ডিষ্ট্রীক্ট হেল্থ অফিসার
মুর্শিদাবাদ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৫১ সাল

কনভোকেশন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জানাইয়াছেন যে, আগামী ৩রা মার্চ্চ (১৯৪৫) তারিখে বেলা দশ ঘটিকার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

নোয়াখালীতে মোটর-দুর্ঘটনা

নোয়াখালীর সিভিল সার্জ্জন ডাঃ পি চৌধুরী এবং মহকুমা হাকিম মিঃ সালামতুল্লা গত ২৮শে নবেম্বর তারিখে পরিদর্শনী-সফরের পর বসুরহাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে আহত হইয়াছেন। রাস্তার মোড় ঘুরিবার সময় তাঁহাদের গাড়ীখানি উল্টাইয়া যাওয়ায় ড্রাইভার ও আরোহিগণ ছিটকাইয়া পড়েন এবং অল্পবিস্তর আহত হন। গাড়ীখানিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বিনামূল্যে বিতরণ

৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার ৩০০০ কম্বল, ১০০০ চাদর, ১৬০০ ধুতি, ২০০০ শাড়ী এবং ছোটদের জন্য ১০০০ পরিচ্ছদ ক্যানিং-এ পাঠান হইয়াছে। ক্যানিং-এর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গতদের মধ্যে ঐগুলি বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে।

নাবিকের শাস্তি

ফ্রান্সিসকো জেভিয়ার নামক একজন গোয়াবাসী নাবিক কলিকাতা হইতে গোয়ার ঠিকানায় তদীয় পত্নী ক্রিশ্চিয়ানা গোমেসের নিকট লিখিত পত্রে জাহাজ চলাচল সম্পর্কে শত্রুর কাজে লাগিতে পারে এইরূপ খবর প্রেরণ করার অপরাধে "সিকিউরিটি কনট্রোল" কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হয়। গত ৯ই ডিসেম্বর চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৭৫৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে চারি সপ্তাহকাল সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাদেশ দিয়াছেন।

করপোরেশনের দুর্মূল্য ভাতা

নির্দ্ধারিত হারে কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মচারিগণকে দুর্মূল্য ভাতা দিবার জন্য ১,৭৪,০০০৲ টাকা, এবং উহার নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি 'গ্রেডে'র কর্ম্মচারীদিগকে সস্তা দরে খাদ্য-শস্য ইত্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য ৯১,০০০৲ টাকা অগ্রিম আরও মোট ২,৬৫,০০০৲ টাকা বাংলা গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

বৃত্তি

কৃষি বিভাগের জরিপ, আমিন, চাষ-আবাদ সংক্রান্ত ময়দানী কাজ বাড়িয়া যাইবার দরুণ ১০০ জন ডেমনস্ট্রেটর বা প্রদর্শনকারী নিযুক্ত করিয়া উঁহাদিগকে দৌলতপুর কৃষি শিক্ষায়তনে এক বৎসর কাল শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষাকালে প্রত্যেক শিক্ষানবিশকে প্রতি মাসে ২৫৲ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হইবে। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাস হইতে শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইবে। প্রার্থীদের আবেদন ১৫ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে পৌছা চাই—এই মর্ম্মে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে।

পাট গুদামে আগুন

গত ৩০শে নবেম্বর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সহরে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে তিনটি পাটের গুদাম ভস্মীভূত হইয়াছে, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই।

হেতমপুরের কুমারের পরলোক

গত ৬ই ডিসেম্বর হেতমপুরের স্বর্গীয় রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের পুত্র কুমার ব্রহ্মনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

গুড় রপ্তানী বন্ধ

বিহার গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর হইতে বিহারের বাহিরে কোনও স্থানে গুড় রপ্তানি হইবে না। এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, যেহেতু বিহারে আখের চাষ শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে এবং ইহার ফলে চিনির কলসমূহ আবশ্যক পরিমাণ আখ পাইবে না সেইহেতু এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতার বস্তি অঞ্চলে গভর্ণর বাহাদুর

অবস্থার উন্নতি বিধানে আগ্রহ প্রকাশ

কলিকাতার বস্তি অঞ্চল পরিদর্শনের পর লাট-ভবনে ফিরিয়া গত ১লা ডিসেম্বর বাঙলার গভর্ণর মহামান্য আর, জি, কেসী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "আমি এই মাত্র মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী, কলিকাতার মেয়র এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ই, ডব্লিউ, হল্যাণ্ডকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার বস্তি অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। কলিকাতার লক্ষ লক্ষ নাগরিক কিভাবে বাস করিতে বাধ্য হইতেছে আমি তাহার কতকটা নমুনা দেখিয়া আসিলাম। যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। মানুষ কখনো মানুষকে এভাবে থাকিতে দিতে পারে না। এই অবস্থার জন্য দায়ী কে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল নাই; আমি শুধু বলিতে

চাই—অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন এবং রাজনীতি বা কায়েমী স্বার্থ ইহার অন্তরায় হইবে, ইহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারে কি ব্যবস্থা হইতেছে, ছয় মাস সময়ের মধ্যে এইরূপ কৈফিয়ৎ দাবী করিবার অধিকার কলিকাতাবাসীর আছে।"

১লা ডিসেম্বর সকালে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর, প্রধান মন্ত্রী মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন এবং কলিকাতার মেয়র মিঃ আনন্দীলাল পোদ্দারকে সঙ্গে লইয়া জন-সাধারণের অজ্ঞাতসারে কলিকাতার তিনটি বস্তি অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। গভর্ণর বাহাদুর সদলবলে বেলা দশটার সময় লাট-ভবন পরিত্যাগ করিয়া লোয়ার চিৎপুর রোড হইয়া ষ্ট্রাণ্ড রোডের অদূরবর্ত্তী বড়তলা ষ্ট্রীট এলাকার বস্তিতে প্রথমে উপনীত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকে গভর্ণর বাহাদুর ও প্রধান মন্ত্রীর নিকট ঐ অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা জ্ঞাপন করে। গভর্ণর বাহাদুর সংক্রামক পীড়ার বিষয় এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মশক দমন ব্যবস্থার ফলাফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হল্যাণ্ড এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্থ অফিসার ডাঃ এম, ইউ আহমদ এই সব অঞ্চলে সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন হইতে যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করেন।

ইহার পর গভর্ণর বাহাদুর ও তাঁহার সঙ্গিগ হ্যারিসন রোড, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, আপার সার্কুলার রোড, গ্যাস ষ্ট্রীট ও নারিকেলডাঙ্গা মেইন রোড হইয়া চামরু সিং বস্তিতে গমন করেন। কলিকাতা শহরের মধ্যে এই অঞ্চলটিই সম্ভবতঃ অধিক অস্বাস্থ্যকর। নারিকেলডাঙ্গা পুলের কাছে অবতরণ করিয়া সদলবলে গভর্ণর বাহাদুর বস্তি এলাকায় প্রবেশ করেন। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই প্রধানতঃ গ্যাস কোম্পানী ও রেলওয়ে শ্রমিক। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও কলিকাতা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ মোহাম্মদ ওসমান এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীও (লাল মিয়া) সে সময়ে উক্ত বস্তিতে উপস্থিত ছিলেন।

ম্যাট্রিকুলেসন বৃত্তি—১৯৪৪

প্রথম শ্রেণীর (প্রত্যেকে মাসিক ১৬৲ হিসাবে)

১। শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য, রংপুর কৈলাসরঞ্জন হাই স্কুল
২। এ, এম, মহম্মদ মোজাম্মল হক, কুমিল্লা জিলা স্কুল, ত্রিপুরা
৩। শ্রীদীপঙ্কর সরকার, কৃষ্ণনগর সি, এম, এস, সেণ্ট জোন্স হাই স্কুল, নদীয়া
৪। শ্রীসুবিমল দত্ত, ময়মনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় স্কুল
৫। শ্রীচিরঞ্জীব কবিরাজ, নবদ্বীপ বকুলতলা হাই স্কুল
ও
শ্রীদীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, উলপুর পি, সি, হাই স্কুল, ফরিদপুর
৭। শ্রীনকুলচন্দ্র দাস, খিলপাড়া হাই স্কুল, নোয়াখালি
৮। শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, নবাবগঞ্জ হাই স্কুল, ঢাকা
ও
শ্রীধ্রুবনারায়ণ ঘোষ, কুচবিহার জেন্‌কিংস স্কুল
১০। শ্রীকমলচন্দ্র চন্দ, মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল, ঢাকা
১১। শ্রীসমীরকুমার দত্ত, বগুড়া করনেসন ইন্‌ষ্টিটিউসন
১২। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে (২) সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউসন, কলিকাতা
ও
শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা, জঙ্গিপুর হাই স্কুল, মুর্শিদাবাদ
১৪। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পোদ্দার, মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউসন (মেন) কলিকাতা

ছাত্রীদের জন্য প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি (মাসিক ১৬৲ হিসাবে)

১। শ্রীমতী প্রীতিলতা দাসগুপ্ত, ফরিদপুর ঈশান ইন্‌ষ্টিঃ
২। শ্রীমতী রমা রায়, ঢাকুরিয়া বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুল, ২৪ পরগণা
৩। শ্রীমতী সুরুচি চৌধুরী, চাঁদপুর লেডী প্রতিমা মিত্র গার্লস্ হাই স্কুল
৪। শ্রীমতী বাসলতা সাহা, ময়মনসিংহ রাধাসুন্দরী গার্লস্ স্কুল

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি বিভিন্ন জেলা হইতে ৫৪ জন ছাত্র মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে পাইয়াছে। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুর ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে ১ জন ও কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল, বহরমপুর হইতে ১ জন উক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that the order under Rule 56 of the Defence of India Rules, issued by me on 26. 9. 44, requiring previous permission to held or organise or take part in meetings, assemblies or processions in this district is hereby withdrawn.

Dated, Berhampore the 24th Nov. 1944

Sd. S. Rahamatullah
District Magistrate,
Murshidabad.

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ টাইল নির্ম্মাতা

ঘর ছাওয়াইবার রাণীগঞ্জ প্যাটার্ণের টাইল বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে।

প্রোঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঞ্জন সুধা

অম্বল ও সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের
অব্যর্থ মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—হাকিম লুৎফুর রহমান
হাকিমী ঔষধালয়
জঙ্গিপুর সাহেববাজার, (মুর্শিদাবাদ)

মুর্শিদাবাদ-কান্দী

কান্দী, ১৯শে নভেম্বর—এই মহকুমার সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ হইয়াছে। প্রত্যেক ডাক্তারখানায় প্রত্যহ শত শত রোগী আসিতেছে। এত লোক মারা যাইতেছে যে, বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সুদূর পল্লী অঞ্চলের গরীব লোকসমূহ কুইনিন বা মেপাক্রিন কিছুই পাইতেছে না। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষেও এই অঞ্চলে এত লোক মারা যায় নাই। তিন লক্ষের উপর লোক পীড়িত। মাঠে ধান কাটিবার লোক নাই, মজুরও পাওয়া যায় না।

মেপাক্রিন ও কুইনাক্রিন

যে কোন বিক্রেতার নিকট পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গালা গবরমেণ্ট জানাইয়াছেন, ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জন্য মেপাক্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউ এস পি ভবিষ্যতে সকল লাইসেন্সধারী বিক্রেতার নিকট পাওয়া যাইবে। এখন হইতে কুইনাইন বিক্রেতা এজেণ্টের নিকট যাইবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ ইহাদের সংখ্যা বেশী নহে। মেপাক্রিন ও কুইনাক্রিন সম্বন্ধে সাধারণ অবগতির জন্য নিম্নলিখিতরূপ জানান যাইতেছে :—

(১) নিয়ন্ত্রিত মূল্য প্রতি ট্যাবলেট অর্দ্ধ আনা।

(২) এই ঔষধ সংগ্রহের জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন নাই।

(৩) খুচরা বিক্রেতা এককালীন ২০টির বেশী ট্যাবলেট বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(৪) ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় নিম্নরূপ পরিমাণ ব্যবহার্য্য।

বয়স্কের জন্য—প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২টি করিয়া ট্যাবলেট প্রতিদিন দুইবার খাইবার পরে ৪ দিন ধরিয়া।

১২ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশু—প্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধ ট্যাবলেট করিয়া আহারের পর ক্রমাগত ৪ দিন।

এই ঔষধ ব্যবহারের পর গাত্রচর্ম্মে, চক্ষুতে এবং প্রস্রাবে হলদে চিহ্ন হইলে উহাতে ভয় পাইবার কারণ নাই, উহা শীঘ্রই মিলাইয়া যাইবে।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকী জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৪

১৯৪৪ সালের ডিক্রীজারী

৬০০ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং অভিলাষচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ১৫৷৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে চিরকুটমাটী ৪৭ শতকের কাত ২০/২৷০ আঃ ৫৲ খং ২৫২০

৬০২ খাং ডিঃ ঐ দেং গোলাবদ্দি সেখ দাবি ১০৷৬ থানা ঐ মৌজে মহাদেবনগর ২-৭৫ শতকের কাত ৯৮৴২ আঃ ৫৲ খং ৩৪৩

৬০৩ খাং ডিঃ ঐ দেং বেনারুদ্দিন মোমিন দাবি ৯৷৴০ মৌজাদি ঐ ১১ শতকের কাত ১৮৴১০ আঃ ৫৲ খং ৫৬৮

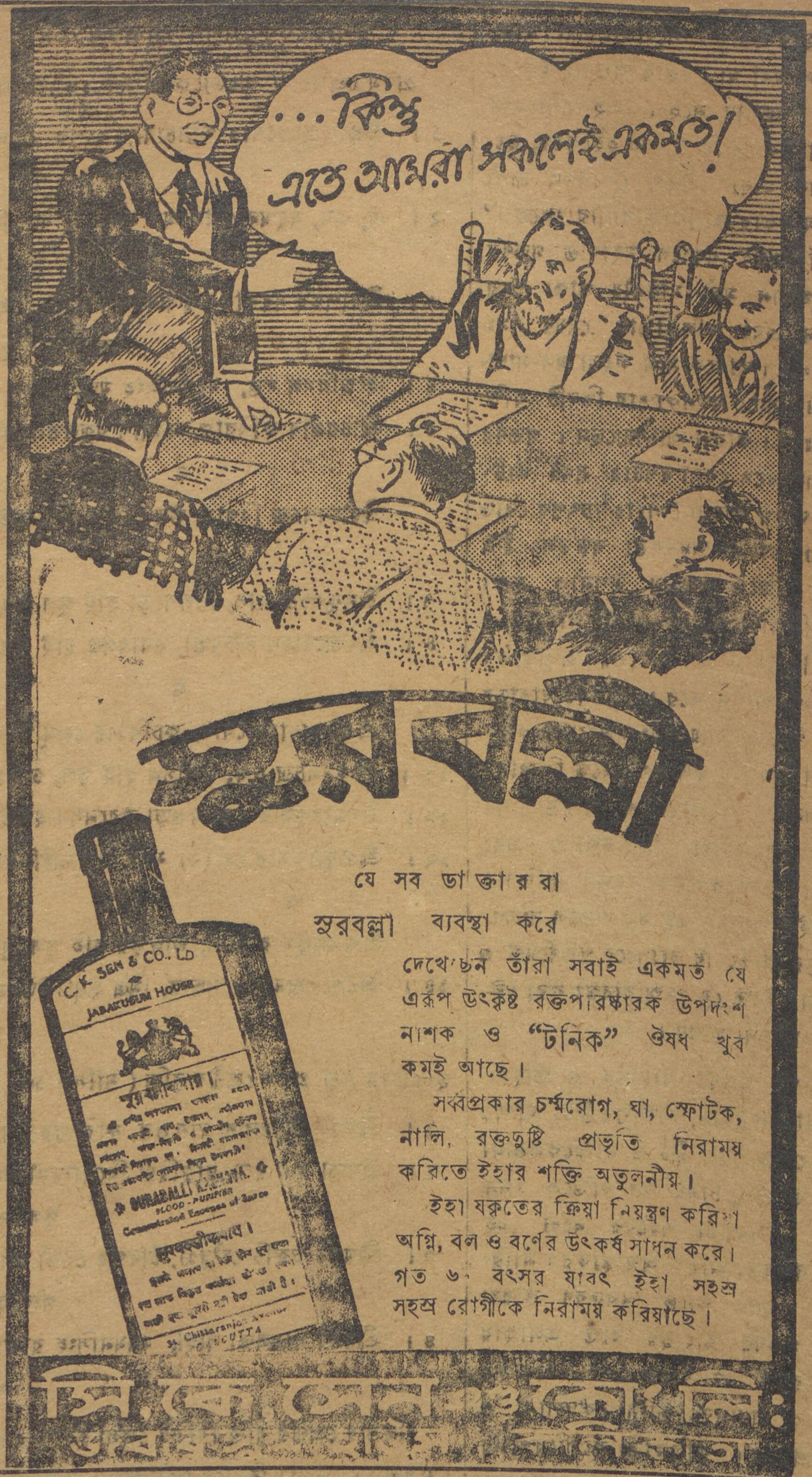

দি ওয়ার্ম ইঞ্জিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মনুষ্য ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস

"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।